বাংলাদেশের কণ্ট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ- ২০০৫-২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনু”েদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কণ্ট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

প্রথম খন্ড

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
অর্থ বছর ঃ- ২০০৫-২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১-৭
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
৭.	অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ	৬
৮.	অডিটের সুপারিশ	৭
৯.	দ্বিতীয় অধ্যায়	৯-২০

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ ঃ..... বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ

(আহমেদ আতাউল হাকিম)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এর ৯টি কার্যালয়ের ২০০৫-০৭ সনের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র স্থানীয়ভাবে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনয়ন করাই এই নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃংঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে এই রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

তারিখ ঃ- ২৮-০২-১৪১৬ বঙ্গাব্দ
১১-৬-২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ

(মোঃ মোসলেম উদ্দীন)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনু"Qদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনু"0দের সার-সংক্ষেপ

অনু"0দ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	জড়িত ডলার
১	২		৩
১	বিভিন্ন বিমান সংস্থার নিকট এরোনটিক্যাল, নন-এরোনটিক্যাল, বোর্ডিং ব্রিজ, এমবারকেশন ফি ও ওভার ফ্লাইং চার্জ বাবদ অনাদায়ী।	৮৮,২৩,৭৫,৯৯৮.৬১ টাকা	৪৬,০৫,৫৬৬.২২ইউ এস ডলার
২	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী ঠিকাদারকে পরিশোধিত বিলের বিপরীতে মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২,৩৭,৫৪,১০২	-
৩	নির্ধারিত সময়ে অবতরণ চার্জ এর বিল পরিশোধ না করা সত্ত্বেও শর্তানুযায়ী জরিমানা আদায় না করায় ক্ষতি।	৯৬,৭৬,১৬২.০০	-
৪	সম্পাদিত কাজের উপর পুনরায় কাজ সম্পাদন দেখিয়ে (Over Laping) অতিরিক্ত পরিশোধ জনিত ক্ষতি।	৫,৪১,১৬১	-
৫	বিভিন্ন এয়ারলাইন্স এর নিকট দীর্ঘ সময় পরও ল্যান্ডিং চার্জ, বোর্ডিং ব্রিজ চার্জ ও ওভার ফ্লাইং চার্জ এবং দেরীতে বিল দাবীর ক্ষেত্রে সারচার্জ দাবী না করায় সংস্থার রাজস্ব ক্ষতি।	-	৮৮,৮০,৭৬৯.৬৩ ডলার
৬	বোর্ডিং ব্রীজের ব্যবহারযোগ্য মালামাল দীর্ঘদিন যাবত অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় সরকারের ক্ষতি।	৭,৭০,৭২০	-
৭	চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর বাস ভবনে এক বৎসর পূর্বে স্থাপনকৃত টাইল্স সম্পূর্ণ উত্তোলন করে পুনরায় ভবনের সম্পূর্ণ ফ্লোর ও ওয়ালে নতুন টাইল্স স্থাপন করায় ক্ষতি।	৭,৮১,৯৫৬	-
৮	চালানের মাধ্যমে ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের সাথে ব্যাংক ষ্টেটমেন্ট এর গরমিলে জড়িত অর্থ।	৩৮,২৬,৭৮,৫৭৩	-
৯	AMSS এর হার্ডডিস্ক স্থাপনের জন্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের কোন প্রতিনিধি এদেশে না আসা সত্ত্বেও উক্ত প্রতিনিধির যাবতীয় খরচসহ হার্ডডিক্স স্থাপনের জন্য এদেশীয় এজেন্টকে অর্থ পরিশাধ করায় ক্ষতি।	৩,৫৯,২৩৫	-
১০	বাণিজ্যিক হিসাব স্থিতিপত্র এবং আয় ব্যয় বিবরণী প্রসংগে।	-	-
	সর্বমোট=	**১৩০,০৯,৩৭,৯০৭.৬১ টাকা**	**ও ১,৩৪,৮৬,৩৩৫.৮৫ ডলার**

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর	**ঃ ২০০৫-২০০৭**
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ পরিচালক, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা।
	ব্যবস্থাপক, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, সিলেট।
	ব্যবস্থাপক, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম।
	পরিচালক, সেমসু, সিএএবি, ঢাকা।
	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিভিল সার্কেল, সিএএবি, ঢাকা।
	নির্বাহী প্রকৌশলী, সিভিল বিভাগ-১, ঢাকা।
	নির্বাহী প্রকৌশলী, সিভিল বিভাগ-২, ঢাকা।
	নির্বাহী প্রকৌশলী, ই/এম বিভাগ-২, ঢাকা।
	নির্বাহী প্রকৌশলী, ই/এম বিভাগ-১, ঢাকা।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ আর্থিক নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা।
নিরীক্ষার সময়	ঃ জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০০৮।
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে যারা ছিলেন	ঃ **মোঃ মোসলেম উদ্দীন, মহাপরিচালক।**
	মৃত্যুঞ্জয় সাহা, পরিচালক।
	মোঃ শাহজাহান, উপ-পরিচালক।
	এ টি এম আনোয়া i"ল কাদির, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

- দীর্ঘদিন যাবৎ এ্যারোনটিক্যাল ও নন-এ্যারোনটিক্যাল রাজস্ব বকেয়া।
- আর্থিক ক্ষমতা, বিধি লংঘন করে ব্যয় নির্বাহ করা।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশানুযায়ী ভ্যাট, আইটি কর্তন না করে বিল পরিশোধ করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

- সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালনে অনীহা।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালনে অনীহা।
- সরকারি অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা না করার প্রবণতা।
- যথাসময়ে কার্যসম্পাদন না করার প্রবণতা।
- আর্থিক ক্ষমতা বিধি লংঘনের প্রবণতা।
- দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

অডিটের সুপারিশ

- রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থতার জন্য দায় দায়িত্ব নিরুপণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- রাজস্ব আদায় করে তা তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা।
- ঠিকাদারী বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- নির্ধারিত সময়ে কার্যসম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- সরকারি বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনু”Qদসমূহ)

অনু"Qদ নং-০১

শিরোনাম ঃ বিভিন্ন বিমান সংস্থার নিকট এরোনটিক্যাল, নন-এরোনটিক্যাল, বোর্ডিং ব্রিজ, এমবারকেশন ফি ও ওভার ফ্লাইং চার্জ বাবদ ৮৮,২৩,৭৫,৯৯৮.৬১ টাকা এবং ৪৬,০৫,৫৬৬.২২ ইউ এস ডলার অনাদায়ী।

বিবরণ ঃ

- বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যবস্থাপক, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, সিলেট; ব্যবস্থাপক, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম ও পরিচালক, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ এবং ২০০৬-২০০৭ সাল সমূহের আর্থিক হিসাব ২৭-৩-২০০৭খ্রিঃ হতে ৩-৫-২০০৭খ্রিঃ এবং ১৩-২-২০০৮খ্রিঃ হতে ২১-৪-২০০৮খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের নিকট হতে এরোনটিক্যাল, নন-এরোনটিক্যাল, বোর্ডিং ব্রিজ, এমবারকেশন ফি ও ওভারফ্লাইং চার্জ দীর্ঘদিন যাবত বকেয়া রয়েছে কিন্তু আদায়ের কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।
- ফলে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি হয় ৮৮,২৩,৭৫,৯৯৮.৬১ টাকা এবং ৪৬,০৫,৫৬৬.২২ ইউএস ডলার (পরিশিষ্ট ক-১ হতে ক-১৪ দ্রষ্টব্য)।
- সিপিডব্লিউএ কোডের প্যারা ১৭৭ (এ) এবং জিএফআর এর প্যারা ৫ ও ৮ অনুযায়ী রাজস্ব হালনাগাদ আদায় এবং জমা নিশ্চিত করা সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধানের দায়িত্ব হলেও তা অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বকেয়া টাকা আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- অগ্রগতি হলে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ২৮-৫-২০০৭খ্রিঃ, ১২-৭-২০০৭খ্রিঃ, ২৯-৫-২০০৮খ্রিঃ এবং ২৪-৩-২০০৮খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ২০-৬-২০০৭খ্রিঃ, ২৯-৮-২০০৭খ্রিঃ, ৭-৫-২০০৮খ্রিঃ ও ২৯-৫-২০০৮খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র এবং ১-৮-২০০৭খ্রিঃ, ২৮-৮-২০০৭খ্রিঃ, ১১-১০-২০০৭খ্রিঃ, ১-৬-২০০৮খ্রিঃ ও ২৩-৭-২০০৮খ্রিঃ তারিখ আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয় কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সমূদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনু"ে্দ নং-০২

শিরোনাম ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী ঠিকাদারকে পরিশোধিত বিলের বিপরীতে মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি ২,৩৭,৫৪,১০২ টাকা।

বিবরণঃ

- বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন পরিচালক, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা; ব্যবস্থাপক, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম ও পরিচালক, সেমসু, সিএএবি, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ এবং ২০০৬-২০০৭ সাল সমূহের আর্থিক হিসাব ২৭-৩-২০০৭খ্রিঃ হতে ১৬-৪-২০০৭খ্রিঃ এবং ২৯-৫-২০০৮খ্রিঃ হতে ৯-৬-২০০৮খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- এতে দেখা যায়, হুকুম দখলকৃত জমির ক্ষতিপূরণ, জ্বালানী তৈল সরবরাহকারী এবং বিমান বন্দর ক্লিনিং কাজে পরিশোধিত অর্থ হতে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করা হয়নি।
- এতে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ২,৩৭,৫৪,১০২ টাকা (পরিশিষ্ট-খ-১ হতে খ-৪)।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর এসআরও নং-১১৬-আইন/২০০২/৩৪১ মূসক তারিখ ৬-৬-২০০২খ্রিঃ এর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী আলোচ্য ক্ষেত্রে পরিশোধিত অর্থের বিপরীতে মূল্য সংযোজন কর কর্তন করার নির্দেশ থাকলেও তা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- সিএএবি কর্তৃপক্ষের সংগে যোগাযোগ করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক ভ্যাট আদায়যোগ্য।
- এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ২০-৬-২০০৭খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ২৯-৮-২০০৭খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র দেয়া হলে জবাব না পাওয়ায় ১-৮-২০০৭খ্রিঃ, ১১-১০-২০০৭খ্রিঃ ও ২৩-৯-২০০৮খ্রিঃ তারিখ আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক মূল্য সংযোজন কর কর্তন না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে অনাদায়ী অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনু"েদ নং-০৩

শিরোনাম ঃ **নির্ধারিত সময়ে অবতরণ চার্জ এর বিল পরিশোধ না করা সত্ত্বেও শর্তানুযায়ী জরিমানা আদায় না করায় ৯৬,৭৬,১৬২.০০ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যবস্থাপক, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, সিলেট কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ এবং ২০০৬-২০০৭ সালদ্বয়ের আর্থিক হিসাব ২৪-৪-২০০৭খ্রিঃ হতে ০৩-৫-২০০৭খ্রিঃ এবং ১৩-৪-২০০৮খ্রিঃ হতে ২১-৪-২০০৮খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, অবতরণ চার্জ এর মূল্য পরিশোধ না করা সত্ত্বেও শর্তানুযায়ী জরিমানা আদায় করা হয়নি।
- এতে কর্তৃপক্ষের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ৯৬,৭৬,১৬২.০০ টাকা (পরিশিষ্ট-গ-১ হতে গ-৩ দ্রষ্টব্য)।
- বাংলাদেশ সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের বিল ফরম নং-সি এ ১১০-এর Payment Arrangements এর ১ (i) (ii) নং শর্তানুযায়ী বিল জারী করার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সকল চার্জ পরিশোধযোগ্য। যদি বিল পরিশোধে ৭ (সাত) দিন বিলম্ব হয়, তবে বিল মূল্যের ১% হারে, যদি বিল পরিশোধে ৭ (সাত) দিনের অধিক কিন্তু ৩০ (ত্রিশ) দিনের কম বিলম্ব হয়, তবে বিল মূল্যের ৫% হারে এবং ৩০ (ত্রিশ) দিনের অধিক বিলম্ব হলে প্রতি ৩০ (ত্রিশ) দিন বা তার অংশের জন্য বিল মূল্যের ৬% হারে অতিরিক্ত চার্জ বা মূল্য আদায়যোগ্য থাকলেও তা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- জরিমানার টাকা আদায়ের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- শর্তানুযায়ী জরিমানা/সারচার্জ আদায়যোগ্য।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ২০-৬-২০০৭খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ২৯-৫-২০০৮খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। ২৮-৫-২০০৭খ্রিঃ ও ২৯-৫-২০০৮খ্রিঃ তারিখ সচিব মহোদয় বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয় কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- শর্তানুযায়ী জরিমানা/সারচার্জ আদায় না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে জরিমানা আদায় করা আবশ্যক।

অনুে"ছদ নং-০৪

শিরোনাম ঃ সম্পাদিত কাজের উপর পুনরায় কাজ সম্পাদন দেখিয়ে (Over Laping) ৫,৪১,১৬১ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ জনিত ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, সিভিল বিভাগ-১, সিএএবি, কুর্মিটোলা ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ সালের হিসাব ১৩-০২-২০০৮খ্রিঃ হতে ২০-০২-২০০৮খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা কালে ব্যাংক বহি, বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী, বিল রেজিষ্টার, বিল ভাউচার ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায়, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের নর্থ টেক্সি ওয়ের চেইনেজ ২৫+০০ হতে চেঃ ২৯+০০ পর্যন্ত এবং চেইনেজ ৪৫+০০ হতে ৪৮+০০ পর্যন্ত বিটুমিনাস কার্পেটিং কাজদ্বয় সম্পাদন করতঃ যথাক্রমে ভাউচার নম্বর ৫২ তারিখ ২৭-১২-০৬খ্রিঃ এর মাধ্যমে ঠিকাদার মেসার্স নাজনীন এন্টারপ্রাইজকে এবং ভাউচার নং ৩৮, তারিখঃ ২০-২-২০০৭খ্রিঃ দ্বারা মেসার্স অনিক ট্রেডিংকে বিল পরিশোধ করা হয়।
- অপরদিকে দেখা যায়, ভাউচার নং ৩০, তারিখ- ২২-৪-০৭খ্রিঃ, ৪১, তারিখ ২৯-৪-০৭খ্রিঃ ৪৪, তারিখ ৩০-৪-০৭খ্রিঃ, ৫৬, তারিখ ২৫-৬-০৭খ্রিঃ, ৬৪, তারিখঃ ২৫-৬-০৭খ্রিঃ, ৮৯, তারিখ ২৮-৬-০৭খ্রিঃ, ১৩৮, তারিখ ২৮-৬-০৭খ্রিঃ, ৯১, তারিখঃ ২৮-৬-২০০৭খ্রিঃ সহ মোট ৮টি ভাউচারের মাধ্যমে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের নর্থ ট্রেক্সি ওয়ের চেইনেজ ২৫+০০ হতে ২৯+০০ পর্যন্ত এবং চেইনেজ ৪৫+০০ পর্যন্ত এর প্রান্তদেশের উপরে চেপে (Over Lapping) পুনরায় কাজ সম্পাদন দেখিয়ে ৫,৪১,১৬১ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। যা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হিসেবে গণ্য (পরিশিষ্ট-চ)।
- জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস এর প্যারা নং- ১০ মোতাবেক সরকারি অর্থ কোন ব্যক্তি সমাজের বিশেষ কোন গোষ্ঠীর সুবিধার জন্য ব্যয় করা নিষিদ্ধ। কিন্তু এক্ষেত্রে তা করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বিমান বন্দরের অপারেশনাল এরিয়ায় কিছু কিছু জায়গায় বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণের স্বার্থে প্রতি বছর এক বা একাধিক বার মেরামত সম্পন্ন করতে হয়। বিমান চলাচলের স্বার্থেই উক্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে বলে মনে হয়। যা হোক পরবর্তীতে নথিপত্র পর্যালোচনা করে জবাব প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাবে কিছু কিছু জায়গায় বছরে এক বা একাধিকবার একই কাজ করার কথা বলা হয়েছে, যা শুধুমাত্র বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণের জন্য রানওয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু আপত্তিকৃত কাজগুলো টেক্সীওয়ের। টেক্সীওয়েতে সাধারণত হালকা যানবাহন চলাচল করায় কার্পেটিং কাজের ২ থেকে ৪ মাসের মধ্যে পুনরায় কাজ করার অবকাশ নেই।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ০৬-০৪-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ১৮-৫-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০১-০৬-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সদ্য সম্পাদিত কাজে প্রান্তদেশের উপর পুনরায় কাজ সম্পাদন দেখিয়ে বিল পরিশোধের সাথে জড়িত দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনু"েদ নং-০৫

শিরোনাম ঃ বিভিন্ন এয়ারলাইন্স এর নিকট দীর্ঘ সময় পরও ল্যান্ডিং চার্জ, বোর্ডিং ব্রিজ চার্জ ও ওভার ফ্লাইং চার্জ এবং দেরীতে বিল দাবীর ক্ষেত্রে সারচার্জ দাবী না করায় সংস্থার ৮৮,৮০,৭৬৯.৬৩ ইউ এস ডলার রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- পরিচালক, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাবের উপর আর্থিক নিরীক্ষা করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায় যে, বিভিন্ন এয়ার লাইন্‌স এর বিমান ল্যান্ড করার পরবর্তী সপ্তাহে বিল দাবীর নির্দেশ থাকলেও দীর্ঘ সময় পরও ল্যান্ডিং চার্জ ও বোর্ডিং ব্রীজ চার্জ দাবী করা হয়নি।
- এতে সংস্থার ল্যান্ডিং চার্জ বাবদ ২৫,৩৯,৮০৫.৬০ ইউএস ডলার, বোর্ডিং ব্রীজ চার্জ বাবদ ১,৮৩,০৫৫.০০ ইউএস ডলার এবং ওভার ফ্লাইং চার্জ বাবদ ৫৭,১১,৬৭৫ ইউ এস ডলার এবং দেরীতে বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সারচার্জ বাবদ ৪,৪৬,২৩৪ ইউএস ডলার সর্বমোট ৮৮,৮০,৭৬৯.৬৩ ইউ এস ডলার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে **(পরিশিষ্ট-ছ-১ হতে ছ-৭ দ্রষ্টব্য)**।
- সিপিডব্লিউএ কোডের ১৭৭ এর (এ) এবং জিএফআর এর প্যারা ৫ ও ৮ এর নির্দেশানুযায়ী যে কোন রাজস্ব অনাদায়ের জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তা দায়ী।
- আন্তর্জাতিক রুল অনুযায়ী বিমান ল্যান্ডিং ও ওভার ফ্লাইং এর পরবর্তী সপ্তাহে বিল দাবী করতে হবে এবং ৩০ দিনের অধিক বিলম্বে পরিশোধের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৬% হারে সারচার্জ দাবী করতে হবে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ল্যান্ডিং, বোর্ডিং ব্রিজ ও ওভারফ্লাইং এর বিল সপ্তাহ ভিত্তিতে ই-মেলের মাধ্যমে সদর দপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইনস্‌ এর নিকট প্রেরণ করা হয়। সদর দপ্তর হতে বিল না পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট লেজারে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। লিখিতভাবে ও মৌখিকভাবে এ্যারোনটিক্যাল বিল চাওয়া হয়েছে। বিলের কপি পাওয়া গেলে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বিভিন্ন এয়ারলাইনস্‌ এর এ্যারোনটিক্যাল বিল এর কপি সদর দপ্তর হতে সংগ্রহ করা যেত কিন্তু তা করা হয়নি। নির্ধারিত সময়ে বিল দাবী না করা সরকারি স্বার্থের পরিপন্থী।
- এই অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ করে ১২-৭-২০০৭খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৯-৮-২০০৭খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ অবস্থা হিসেবে ১১-১০-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে বকেয়া আদায় করা আবশ্যক।

অনু"েদ নং-০৬

শিরোনাম ঃ **বোর্ডিং ব্রীজের ব্যবহারযোগ্য মালামাল দীর্ঘদিন যাবত অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় সরকারের ৭,৭০,৭২০ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, ই/এম বিভাগ-১, সিএএবি, কুর্মিটোলা, ঢাকা অফিসের ২০০৬-২০০৭ সালের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে ষ্টোরস্ লেজার, বিন কার্ড, ভান্ডার সরেজমিনে যাচাই এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, বোর্ডিং ব্রীজের ব্যবহারের জন্য পরিশিষ্টে উল্লিখিত মালামালগুলি ইস্যুবিহীন অবস্থায় দীর্ঘদিন যাবত ভান্ডারে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বিগত ৯৪ সাল থেকে মওজুদকৃত মালামালগুলোর মধ্যে একটিও ইস্যু করা হয়নি। যার ফলে ব্যবহারযোগ্য মালামালের গুণগতমান নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ ভান্ডারে ব্যবহারযোগ্য মালামাল অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় সরকারের ৭ লক্ষ ৭০ হাজার ৭২০ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে (পরিশিষ্ট "জ" দ্রষ্টব্য)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- উল্লিখিত আপত্তির জবাবে জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত মালামাল বোর্ডিং ব্রীজের তাৎক্ষণিক মেরামতের নিমিত্তে ষ্টক রাখা হয়েছে।
- অতএব, আপত্তিটি প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ দীর্ঘ ১৩/১৪ বৎসর যাবত বোর্ডিং ব্রীজের মালামাল ব্যবহার না করায় মালামালের গুণগতমান হ্রাস পেয়ে ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়েছে।
- এ অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ করে, ১৭-৭-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব বরাবর অগ্রিম ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ২৫-৮-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৩-৯-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হল। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

উক্ত অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনু"Qদ নং-০৭

শিরোনাম ঃ চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর বাস ভবনে এক বৎসর পূর্বে স্থাপনকৃত টাইল্স স¯úর্ণ উত্তোলন করে পুনরায় ভবনের স¤úূর্ণ ফ্লোর ও ওয়ালে নতুন টাইল্স স্থাপন করায় ৭,৮১,৯৫৬ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, সিভিল বিভাগ-২, সিএএবি, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-২০০৭ সালের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়েছে। নিরীক্ষাকালে তেজগাঁও এয়ারপোর্ট এলাকায় অবস্থিত সিএএবি "এভিয়েশন ভবন-১" এর মেরামত কাজের বিল ভাউচার, দরপত্র, প্রাক্কলন, ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায় যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ব্যয় সংকোচনের পরিবর্তে তেজগাঁও এয়ারপোর্ট এলাকায় অবস্থিত বর্ণিত ভবনটিতে প্রাক্তন এলোটি বসবাসকালে এক বৎসর পূর্বে (২০০৫-২০০৬) স্থাপনকৃত ভবনের সম্পূর্ণ ফ্লোর ও ওয়াল টাইল্স উত্তোলন করে পুনরায় নিরীক্ষিত সনে (২০০৬-২০০৭) নতুন বিদেশী উচ্চ মূল্যের টাইল্স স্থাপন করায় কর্তৃপক্ষের মোট=৭,৮১,৯৩৬ টাকা ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-ঞ দ্রষ্টব্য)।
- নিরীক্ষাকালে কাগজপত্র ও ২০০৫-২০০৬ সালের মেরামত কাজের তালিকা অনুসন্ধানে জানা যায়, ভবনটিতে পূর্বতন চেয়ারম্যান এর বসবাসকালে (২০০৫-২০০৬ সালের ০২/২০০৬ মাসে) ভবনটির সম্পূর্ণ ফ্লোর ও ওয়ালে টাইল্স একবার পরিবর্তন করা সত্ত্বেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়ভাবে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও সংকোচনের পরিবর্তে ২০০৬-২০০৭ সালের ০৫/২০০৭ মাসে পুনরায় সম্পূর্ণ ভবনের ফ্লোর ও ওয়াল টাইল্স উত্তোলন করে তার পরিবর্তে বিদেশী উচ্চ মূল্যের টাইল্স স্থাপন করেছেন-যা সিপিডব্লিউডি এর মেরামত স্পেসিফিকেশান ও মেরামত নীতিমালার পরিপন্থী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- এ বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী তার তাৎক্ষণিক জবাবে জানান যে, নতুন চেয়ারম্যান এর যোগদান করার পর চেয়ারম্যান এর চাহিদার প্রেক্ষিতে কাজটি সম্পাদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলীর উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ভবনটিতে বর্তমান এলোটী ০৮/২০০৬ মাসে বসবাস শুরু করলেও টাইল্স পরিবর্তনের কাজ করা হয়েছে মে/২০০৭ মাসে। ২০০৫-২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারী/২০০৬ মাসে উক্ত ভবনের সম্পূর্ণ ফ্লোর ও ওয়ালে হুবহু একই কোয়ালিটির টাইল্স বসানোর পর পুনরায় ঠিক তার ১৪ মাস পর শুধুমাত্র টাইল্সের রং বদলানোর জন্য হুবহু একই ধরনের টাইল্স পরিবর্তন ও স্থাপন কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, যা পিডব্লিউডি মেরামত নীতিমালার পরিপন্থী।
- এই অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ করে ১৬-৭-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৫-৮-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৩-৯-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ দায়ী কর্মকর্তাগণের নিকট হতে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনু"েদ নং-০৮

শিরোনাম ঃ চালানের মাধ্যমে ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের সাথে ব্যাংক ষ্টেটমেন্ট এর গরমিলে জড়িত অর্থ ৩৮,২৬,৭৮,৫৭৩ টাকা।

বিবরণ ঃ

- পরিচালক, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, সিএএবি কুর্মিটোলা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাবের উপর আর্থিক নিরীক্ষা করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায় যে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরীক্ষিত সালে বিভিন্ন এয়ার লাইন্স থেকে ল্যান্ডিং চার্জ, বোর্ডিং ব্রীজ চার্জ ও ওভার ফ্লাইং চার্জ বাবদ মোট ১২৬,৩৯,২৭,৪১৬.২৩ টাকা চালানের মাধ্যমে সংস্থা কর্তৃক ষ্ট্যান্ডার্ড-চার্টার্ড ব্যাংক, প্রধান শাখায় (হিসাব নং-০২২৭১৫৮২১০১) জমা করা হয়েছে।
- অথচ উক্ত ব্যাংকের ষ্টেটমেন্ট হতে দেখা যায় ৭-২-২০০৭খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সংস্থার কেন্দ্রীয় হিসাবে মোট ৭০,৮৮,১৯,৬৮৩.৮৮ টাকা ব্যাংক কর্তৃক স্থানান্তর করা হয়েছে এবং ১৮-৩-২০০৭খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ব্যাংকে আরও ১৭,২৪,২৯১৫৯.৪৮ টাকা স্থিতি রয়েছে। ফলে সংস্থার জমাকৃত অর্থের পরিমাণ দাড়ায় সর্বমোট ৮৮,১২,৪৮,৮৪৩.৩৬ টাকা।
- ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের পরিমাণের সাথে ব্যাংক ষ্টেটমেন্ট-এ প্রদর্শিত অর্থের মধ্যে ৩৮,২৬,৭৮,৫৭২.৮৭ টাকা গরমিল পরিলক্ষিত হয়েছে (পরিশিষ্ট- ট দ্রষ্টব্য)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- চালানের কপি এবং পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক ষ্টেটমেন্ট সংগ্রহপূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- এ গরমিল সরকারি অর্থ অপব্যবহার/তছরুপের সম্ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।
- এই অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ করে ১২-৭-২০০৭খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৯-৮-২০০৭খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১১-১০-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অর্থ অপব্যবহার/তছরুপের সম্ভাবনা বন্ধে জরুরীভিত্তিতে সরকারি নির্দেশ মোতাবেক চালানে জমাকৃত অর্থ ও ব্যাংকের স্থিতি মিলিকরণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৯

শিরোনাম ঃ AMSS এর হার্ডডিস্ক স্থাপনের জন্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের কোন প্রতিনিধি এদেশে না আসা সত্ত্বেও উক্ত প্রতিনিধির যাবতীয় খরচসহ হার্ডডিক্স স্থাপনের জন্য এদেশীয় এজেন্টকে অর্থ পরিশাধ করায় ৩,৫৯,২৩৫ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- পরিচালক, সেমসু, সিএএবি, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ সালের হিসাব ২৯-০৫-২০০৮খ্রিঃ হতে ০৯-০৬-২০০৮খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়েছে। নিরীক্ষাকালে পরিচালক জিয়ার AMSS এর হার্ডডিক্স, মনিটর ও প্রিন্টার স্থাপন, সরবরাহ ও কমিশনিং কাজের নথিটি পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায় যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ AMSS এর হার্ডডিক্স স্থাপন ও কমিশনিং কাজ করার জন্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান M/S COROBOR Systems এর এদেশীয় প্রতিনিধি মেসার্স ইলেকট্রোপ্রসেস (প্রাঃ) লিঃ কে মূল কোম্পানীর একজন প্রতিনিধি হিসেবে এদেশে আসা-যাওয়া, থাকা-খাওয়া, হোটেল ভাড়ার খরচসহ কার্যমূল্য পরিশোধ করে কর্তৃপক্ষের = ৩,৫৯,২৩৫ টাকা ক্ষতি করেছেন (পরিশিষ্ট-ঙ দ্রষ্টব্য)।
- নিরীক্ষাকালে কাগজপত্র যাচাই করে দেখা যায় যে, হার্ডডিক্স প্রস্তুতকারী ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান M/S COROBOR Systems এর উক্ত ডিস্কটি তার নিজস্ব বিদেশী প্রতিনিধি দ্বারা স্থাপন ও কমিশন করার জন্য মোট ৫৬০০ ইউরো বা ৪,৪৭,০০০ টাকার Price offer করেছিল। কিন্তু বাস্তবে উক্ত হার্ডডিক্সটি এদেশীয় এজেন্ট মেসার্স ইলেকট্রোপ্রসেস (কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদার) তাদের নিজস্ব প্রকৌশলী দ্বারা স্থাপন ও চালু করেছেন। উক্ত ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী হার্ডডিক্সটি স্থাপন করার জন্য কোন বিদেশী কর্মকর্তা না আসায় এক্ষেত্রে এদেশীয় ঠিকাদারকে উক্ত খরচ পরিশোধযোগ্য নয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান M/S COROBOR Systems এর কোটেশন অনুযায়ী প্রাক্কলন প্রস্তুত করে কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান M/S COROBOR Systems এর কোন প্রতিনিধি এদেশে আসেননি।
- এ অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ করে ২৪-০৭-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব বরাবর অগ্রিম ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ২৫-০৮-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৩-০৯-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনু"েদ নং-১০

শিরোনাম ঃ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের হিসাব চার্টার্ড একাউনটেন্ট ফার্ম কর্তৃক নিয়মিত নিরীক্ষা করা হয় না।

- নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের হিসাব চার্টার্ড একাউনটেন্ট ফার্ম কর্তৃক নিয়মিত নিরীক্ষা করা হচ্ছে না। ইতোপূবে্ এ কার্যালয় কর্তৃক প্রণীত অডিট রিপোর্টেও এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও হিসাব সময়মত প্রস্তুত এবং চার্টার্ড একাউনটেন্ট ফার্ম সময়মত নিয়োগ এবং সময়মত নিরীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় না। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (সংশোধনী) অ্যাক্ট, ১৯৮৯ এর ধারা (৩) এবং (৪) অনুযায়ী অর্থ বৎসরান্তে প্রণীত হিসাব সিএ ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করানোর বিধান থাকলেও সর্বশেষ ২০০১-০২ সালের নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এবং চূড়ান্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০২-০৩ সাল থেকে ২০০৭-০৮ সাল পর্যন্ত হিসাব চূড়ান্ত করা হয়নি এবং চার্টার্ড একাউনটেন্ট ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষা করা হয়নি।

- যথাসময়ে সঠিক হিসাব প্রণীত ও নিরীক্ষিত না হলে একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার সার্বিক ও সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না, অন্যদিকে তেমনি আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম থেকে যায়। এ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার বাস্তব চিত্র নিরীক্ষার অগোচরে রয়ে গেছে।

- আর্থিক ব্যবস্থাপনার এরূপ চরম অব্যবস্থার কারণ ব্যাখ্যাসহ অবিলম্বে হিসাব চূড়ান্তকরণ এবং বহিঃনিরীক্ষক (সিএ) ফার্ম নিয়োগ করতঃ নিরীক্ষা সমকালীন করা আবশ্যক। নিরীক্ষা শেষে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংস্থাটির পরিচালক মন্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।